



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব)

এবং

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর পক্ষে সদস্য (মুসক বাস্তবায়ন ও আইটি), ভ্যাট অনুবিভাগ,

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২২ - জুন ৩০, ২০২৩

সূচিপত্র

আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৩
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১৪
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৫
সংযোজনী ৪-৮: সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ	১৬

আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা এর ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১৫৫ কোটি টাকা ও ৪১৪৭ কোটি টাকা; যার বিপরীতে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৩১৭০.১৭ কোটি টাকা ও ৩৫৫০.৮০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল/২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৫২.৬৭ কোটি টাকা; যার বিপরীতে এপ্রিল/২২ পর্যন্ত আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩১৫০.১৩ কোটি টাকা। IVAS (Integrated VAT Administration System) এর আওতায় অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ ও অনলাইন রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অনলাইন ভিত্তিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য যেসব অনলাইন মডিউল চালু করা হয়েছে তা হলো Tax Type, Return Processing, Case Management, Revenue Management, Taxpayer Current Account, Non-Filing, Taxpayer Enquiry, Document Certification, Document Management ইত্যাদি। মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি ও অনলাইন ভিত্তিক কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরে EFDMS সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও সেবা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে EFDMS প্ল্যাটফর্মে সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সেবা ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

কর প্রদানের সংস্কৃতি এ দেশে এখনো গড়ে উঠেনি। অনেক ব্যবসায়ীর যথাযথ রাজস্ব প্রদানে অসীমতা এবং জনসাধারণের মাধ্যেও মুসক চালান গ্রহণে সচেতনতার প্রকট অভাব রয়েছে। এছাড়া কর সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে এবং কর আদায় ব্যবস্থাপনা পূর্নাঙ্গ অটোমেটেট না হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছেনা। আদালতসমূহে অনিষ্পন্ন মামলার ফলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে অনেকক্ষেত্রেই কর অব্যাহতির সুবিধা প্রদান করা আছে। এ ছাড়াও সঠিক ভ্যাট নির্ধারণ, উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আহরণ, ভ্যাট ফাঁকি রোধ, ভ্যাট এর আওতা বৃদ্ধি, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন, বকেয়া আদায়, বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

“মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, EFD (Electronic Fiscal Device) তে NBR” এই সহজীকরণ স্লোগানে সিটি কর্পোরেশন ও জেলাসমূহে খুচরা পর্যায়ে EFD এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে যথাযথ ভ্যাট আহরণ নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬০০০ (ছয় হাজার) EFD Device স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসমূহ জোরদারকরণ করা হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদার করা হবে। প্রয়োজনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায় করা হবে। ভ্যাট শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার সৃষ্টি করা হবে যাতে ভ্যাটনেট বৃদ্ধি পায় এবং ফাঁকি রোধ করা সহজ হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ধার্যকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন;
- ৫০০০ প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- রিটার্ন দাখিলের হার ৭০% এ উন্নীতকরণ;
- বরাদ্দকৃত EFD/SDC মেশিন প্রতিষ্ঠানে স্থাপন; EFDMS সেবা ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব)

এবং

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর পক্ষে সদস্য (মুসক বাস্তবায়ন ও আইটি), ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মধ্যে ২০২২ সালেরজুন..... মাসের২৬..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

স্বয়ংক্রিয়, আধুনিক ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় যথাযথ রাজস্ব আহরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ;
২. পরিবীক্ষণ ও সেবা;
৩. মুসক প্রশাসনের অটোমেশন ও ভ্যাটদাতা বান্ধবকরণ;

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং আবগারি আইনের আওতায় কর আরোপ, আহরণ এবং এতদসংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন-হালনাগাদকরণ;
২. বাজেটের রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ;
৩. করের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে এর আওতা ও পরিধি নির্ধারণ এবং স্বেচ্ছা প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ভ্যাটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধীনস্ত দপ্তরসমূহ মনিটরিং;
৪. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং আবগারি শুল্ক আহরণে নিয়োজিত অধীনস্ত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
৫. নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা;
৬. করদাতা ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সাথে মত বিনিময় সভা, দিক নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন মনিটরিংকরণ।